কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 08 DEC 2013 ...
৩ ... ৭ ...

বই উৎসব ২০১৪

সময়মতো পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো নিয়ে শঙ্কা

শরীফুল আলম সুমন ▸

পাঁচ বছর ধরে বছরের প্রথম দিনটিতে এক অন্য রকম উৎসবে মেতে ওঠে দেশের স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। 'বই উৎসব' নামেই পরিচিত হয়ে গেছে এ উদ্যোগটি। ২০০৯ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ১ জানুয়ারি শিশুদের হাতে বিনা মূল্যে ঝকঝকে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মলাট করা নতুন বই হাতে নতুন ক্লাসে উঠে যাওয়া—প্রতিবছর যেন এক নতুন বাংলাদেশেরই স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু এবার সেই ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে হরতাল-অবরোধের রাজনৈতিক সংকট।

বিরোধী জোটের টানা অবরোধে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি শিশুর বই উৎসব। সে অনিশ্চয়তার কথা স্বীকারও করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। সরকারের শেষ সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে এনসিটিবি আগেভাগেই বই পাঠানো শুরু করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। গত শুক্রবার বাদে টানা ৯ দিনের অবরোধ এবং সামনের দিনগুলোতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় এ অনিশ্চয়তা আরো বেড়ে গেছে। সামনে যদি হরতাল বা অবরোধমুক্ত দু-তিনটি দিন না পাওয়া যায়, তাহলে কোনোভাবেই ১ জানুয়ারির মধ্যে সারা দেশের সব বিদ্যালয়ে বই পৌঁছানো সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ।

এনসিটিবির বিতরণ বিভাগের নিয়ন্ত্রক মোস্তাক আহমেদ ভুঁইয়া গতকাল বুধবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের ধারণা, আগামী ১৩ থেকে ১৬ ডিসেম্বর হরতাল-অবরোধ না দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ ১৩ ও ১৪ তারিখ শুক্র ও শনিবার, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং এর আগের দিন ১৫ ডিসেম্বরও আমরা সাধারণত হরতাল-অবরোধ দেখিনি। তাই এ চার দিন একটানা সময় পেলে একযোগে সব বই পাঠানো যাবে। আর শুক্র ও শনিবার সরকারি ছুটিতে অবরোধ না থাকলে শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে বই পাবে। তা না হলে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। আমরা এরই মধ্যে সব জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসে শুক্র ও শনিবার সরকারি ছুটির দিনেও বই গ্রহণ করার নির্দেশনা দিয়েছি। এমনকি ১৬ ডিসেম্বরও বই রিসিভ করা হবে।'

এনসিটিবি সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সাল থেকে শুরু হওয়া শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবতেদায়ি ও দাখিলের তিন কোটি ৭৩ লাখ ৬৭২ শিক্ষার্থীর জন্য এবার ২৯ কোটি ৭৪ লাখ ৭৩ হাজার ৩৮৬টি বই দেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রাথমিকের ৩৩টি বিষয়, এবতেদায়ির ৩৪টি, মাধ্যমিকের ১০২টি এবং দাখিলের ৭৯টি বিষয়ের বই রয়েছে। এ ছাড়া প্রাক-প্রাথমিকেরও প্রায় দেড় কোটি বই, খাতাসহ বেশ কিছু সরঞ্জাম বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠাতো হবে। এরই মধ্যে অধিকাংশ বই ছাপানো ও বাঁধাই সম্পন্ন হয়েছে। দেশের ১৬টি জেলার প্রেস থেকে এসব বই ছাপানো হচ্ছে। তবে এর মধ্যে ৮০ শতাংশ বই ঢাকায় ছাপা হচ্ছে। সরাসরি প্রেস থেকে বিভিন্ন উপজেলায় এসব বই পাঠানো হয়। একটি বড় ট্রাকে ৭০ থেকে ৮০ হাজার বই পাঠানো যায়। উপজেলা পর্যায় থেকে এসব বই শিক্ষকরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে নিয়ে যান।

এনসিটিবির হিসাব মতে, ৮৬ শতাংশ বই বিভিন্ন প্রেস থেকে গন্তব্যের উদ্দেশে ছাড়া সম্ভব হয়েছে। বই বহনকারী বেশ কিছু ট্রাক দেশের বিভিন্ন স্থানে আটকাও রয়েছে। তবে উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে অবরোধের কারণে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এখনো বই পৌঁছায়নি। আর হরতাল-অবরোধে জেএসসি ও পিএসসি পরীক্ষা বারবার পিছিয়ে যাওয়ায় শিক্ষকরা এখনো বইয়ের বিষয়ে নজর দিতে পারেননি। টানা অবরোধ চললে এনসিটিবি উপজেলা পর্যায়ে বই পৌঁছে দিলেও বিভিন্ন এলাকার শিক্ষকদের পক্ষে এসব বই সময়মতো বিদ্যালয় পর্যন্ত নেওয়াটা দুরূহ হয়ে পড়বে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শফিকুর রহমান গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, '৩০ কোটি বই যথাসময়ে ছাপিয়ে তা আবার পৌঁছে দেওয়া অবশ্যই বড় চ্যালেঞ্জ। ডিসেম্বরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় আমরা আগে থেকেই বই পাঠানো শুরু করেছিলাম। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা অধিকাংশ উপজেলায়ই বই পাঠাতে সক্ষম হয়েছি। এভাবে টানা হরতাল-অবরোধ না থাকলে আমাদের কাজ এখন শেষের পর্যায়ে থাকত। গত পাঁচ দিন কোথাও বই পাঠানো সম্ভব হয়নি।'

এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, গত ৩০ নভেম্বর ঢাকা থেকে জয়পুরহাটের উদ্দেশে একটি ট্রাক ছাড়া হয়। কিন্তু ছয় দিনেও সেই ট্রাক গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। ওই দিন রাতে বগুড়ায় পৌঁছালে হঠাৎ করেই অবরোধ শুরু হয়। পরে ট্রাকটি বগুড়া পুলিশ লাইনে রেখে দেওয়া হয়েছে। কুমিল্লায়ও বেশ কিছু ট্রাক আটকে আছে।

বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্প সমিতির নির্বাহী সদস্য তোফায়েল খান কালের কণ্ঠকে বলেন, "আমাদের বই রেডি। ট্রাক মালিকরা গন্তব্যস্থলে গিয়ে আবার ফিরে আসার সময়টুকু না পেলে তারা ট্রাক ভাড়া দিতে চায় না। 'জরুরি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ' লিখে আমরা ট্রাক ছাড়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। তাও সম্ভব হয়নি। গত শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) যেসব ট্রাক ছেড়েছে, সেগুলো এখনো দেশের বিভিন্ন স্থানে আটকে আছে।"